দেশি পাখির অভয়ারণ্য
লাকসামের ছনগাঁ বড়বাড়ি

● ইয়াসমীন রীমা

বিশাল বাড়িটিকে ঘিরে আকাশে উড়ছে বক, শালিক আর পানকৌড়ি। প্রায় ৪ একরের দেয়ালঘেরা ওই বাড়িতে ঢুকতেই চোখে পড়বে ছোট-বড় গাছে অসংখ্য পাখির বাসা। কোনোটিতে মা পাখি বাচ্চাদের খাবার খাওয়াচ্ছে, কোনোটিতে ডিমে তা দিচ্ছে; পাশে বসে আছে অন্য পাখি। একেকটি গাছে ১০ থেকে ৫০-৬০টি পর্যন্ত পাখির বাসা। জাতিভেদ ভুলে সারস, পানকৌড়ি, বক, শালিক একই গাছের ডালে বাসা বেঁধেছে। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার ছনগাঁ বড়বাড়ির। উপজেলা সদর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে কান্দিরপাড় ইউপি ভবন পেরিয়ে একটু দূরে এগোলেই ওই গ্রামের অবস্থান। বাড়িটির মালিক হাবিবুর রহমান আমেরিকা প্রবাসী। ভাড়ায় থাকেন এক শিক্ষক দম্পতি। এই পরিবারের কর্তা শিক্ষক শাহজাহান জানান, বৈশাখের শেষে পাখি এসে বাড়িটির অসংখ্য গাছের ডালে বাসা বাঁধতে শুরু করে। পরবর্তী ২-৩ মাস পুরো বাড়িটি পানকৌড়ি, সারস, কানিবগ, শালিকসহ অন্যান্য দেশি পাখিতে ভরে যায়। এ সময় পাখির কলকাকলিতে পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। কার্তিকের শেষে পাখিগুলো চলে যেতে শুরু করে। এলাকার মানুষ পাখিগুলোর নিরাপত্তায় বিশেষ সহযোগিতা দিয়ে থাকেন।

খরচ ২৫ কোটি টাকা
তবুও জলাবদ্ধ ময়মনসিংহ

● বাবুল হোসেন

ময়মনসিংহ শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা। এ সমস্যা দূর করতে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে ২০১৩ সালে। কিন্তু এ সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি তাতে। পৌর মেয়র ইকরামুল হক টিটু আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে শহরে কোনো জলাবদ্ধতা থাকবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পুরো শহর কাটাছেঁড়া করে শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ করা হয়। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হলেও উন্নয়নের স্বার্থে তা মেনে নেয় শহরবাসী। সবার তখন আশা ছিল পরবর্তী বর্ষায় শহরে কোনো জলাবদ্ধতা থাকবে না। কিন্তু চলতি বর্ষা মওসুমেই শহরবাসীর সে আশার গুড়ে বালি পড়ে। শহরবাসীর অভিযোগ, উন্নয়নের টাকার পুরোটাই আসলে জলে গেছে! ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বাণিজ্যিক এলাকাসহ আবাসিক এলাকার রাস্তাঘাট হাঁটু ও কোমরপানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। পৌর মেয়র ইকরামুল হক টিটু জলাবদ্ধতার জন্য নাগরিকদের অসচেতনতাকেই দায়ী করেন। তিনি আরো জানান, ভাটিতে পলি ও ময়লা-আবর্জনা জমে ড্রেন ভরাট হওয়ার কারণে পানি সরে যেতে কিছুটা সময় লাগছে।

অগত্যা নৌকার সাঁকো

● এম এম ফিরোজ

মংলা থেকে রামপাল উপজেলা সদর হয়ে বিভাগীয় শহর খুলনা ও জেলা শহর বাগেরহাট যেতে রামপাল নদী পার হতে হয়। বর্তমানে এই রামপাল নদীটি মৃতপ্রায়। ভাটির সময়ে নদীতে মোটেও পানি থাকে না। এ অবস্থায় এ নদী পার হতে গিয়ে রামপাল ও মংলা উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ মহাদুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। অগত্যা ভাটির সময় নৌকার পর নৌকা সাজিয়ে সাঁকো তৈরি করে এলাকাবাসীকে নদী পার হতে হচ্ছে। নাব্যতা সঙ্কটের কারণে ভাটির সময় রামপাল নদীতে দিনের ১০ ঘণ্টাই পানি থাকছে না। পেড়িখালী ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বাবুল জানান, জোয়ারের সময় যেনতেনভাবে পারাপার হওয়া গেলেও ভাটার সময় দুর্ভোগে পড়তে হয়। এদিকে হেঁটে পার হলেও খেয়াঘাটের ইজারাদারকে জনপ্রতি ৩ টাকা করে ভাড়া দিতে হয়। মালপত্র বহন করলে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হয়। এ ব্যাপারে রামপাল খেয়াঘাট পাটনিজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, ইজারার টাকা ওঠানোর জন্যই তাদের ভাটির সময়ও টাকা নিতে হচ্ছে।

কালিনগরের গামছাপল্লী

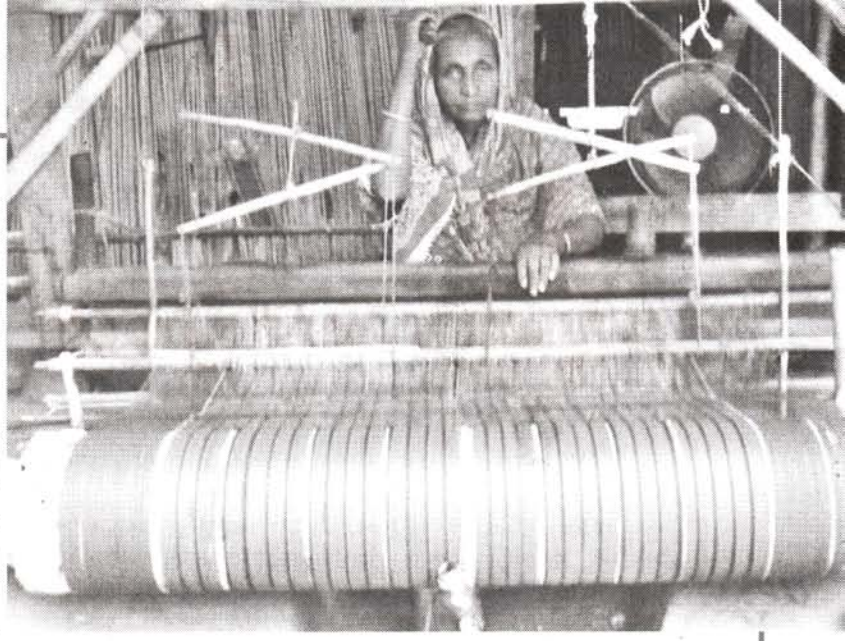

● লিটন ঘোষ জয়

ঘামে ভিজে গেছে শরীর। তবুও থামছে না গামছা বুননের কাজ। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি বা হাড়কাঁপানো শীতও থামাতে পারে না তাদের এই কর্মব্যস্ততা। এভাবেই সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করছেন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার কালিনগর এলাকার তাঁতপল্লীর ৩০টি দরিদ্র পরিবার। স্বল্প পুঁজিতে গামছা উৎপাদন করছেন তারা। বেপারীরা তা কিনে নিয়ে পাইকারি দরে বিক্রি করছেন মাগুরার স্থানীয় হাট-বাজারসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। কালিনগর তাঁতপল্লীতে প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে গামছা তৈরির তাঁত। গামছা তৈরির জন্য একদিকে সুতায় মাড় দিয়ে রঙ মিশিয়ে চরকার মাধ্যমে সুতা প্রস্তুত করা হচ্ছে; অন্যদিকে কাঠ ও বাঁশের তৈরি তাঁতে বোনা হচ্ছে গামছা। মূল কাজটা বাড়ির মহিলারাই করে থাকেন। বাড়ির পুরুষ সদস্যরা কৃষিসহ অন্যান্য কাজ করার পাশাপাশি মাঝে-মধ্যে তাদের সহযোগিতা করে থাকেন। তাদের একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে গামছা বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যেতে হয় না। বেপারীরা প্রতি সপ্তাহে তাদের বাড়িতে এসে গামছাগুলো নিয়ে যাচ্ছেন। গামছা তৈরিতে ব্যস্ত হাজেরা খাতুন, ভানু বেগম, ছবেদা খাতুনসহ অনেকে জানান, 'গামছা তৈরিতে অনেক পরিশ্রম করতে হয় তাদের। লাভ হয় সামান্য। তবুও বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকায় এসব পরিবার দীর্ঘদিন ধরে পেশা হিসেবে গামছা তৈরি ও বিক্রি করছেন। কালিনগর তাঁতপল্লীতে গামছা কিনতে আসা বেপারি মতিয়ার রহমান ও নাসির হোসেন জানান, 'এখনো বাজারে তাঁতের গামছার ব্যাপক চাহিদা। সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে পারলে এখানকার নারীদের গামছা উৎপাদনের গতি আরো বাড়বে।'

বেশি দামে চামড়া কিনে বিপাকে বরিশালের পাইকাররা

● সুশান্ত ঘোষ

ঢাকায় ট্যানারিগুলোর বেঁধে দেয়া দরের চেয়ে স্থানীয় বাজারে বেশি দামে চামড়া কিনে বিপাকে পড়েছেন বরিশালের পাইকারি ব্যবসায়ীরা। বেঁধে দেয়া দর না বাড়ালে তাদের বিপুল পরিমাণে লোকসান গুনতে হবে বলে বরিশালের চামড়া ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ লেদার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জানান, ঢাকায় ট্যানারি মালিকরা প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দর সর্বোচ্চ ৭০ টাকা বেঁধে দিলেও স্থানীয় পর্যায়ে ৮০ থেকে ৮৫ টাকা দরে কিনতে হচ্ছে। এতে ব্যক্তি পর্যায়ে লাভ হলেও পাইকাররা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছেন। বরিশাল নগরীর কাগাগুরা থেকে ২০টি গরুর চামড়া নিয়ে এসেছেন আলী আজিম। তিনি জানান, বিক্রেতারা দর বেশি চাওয়ায় তাকে বেশি দামে চামড়া কিনতে হয়েছে। প্রতি বর্গফুট চামড়া ৮০ টাকা দরে কিনে বেশি দামের আশায় মোকামে এসেছেন। কিন্তু এখানে সন্তোষজনক দর না পাওয়ায় তাকে চামড়া ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে। নগরীর পদ্মাবতী চামড়া মোকামের ব্যবসায়ীরা জানান, এবার গরম বেশি পড়ায় চামড়া দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চামড়া ব্যবসায়ী সেলিম মিয়া জানান, এবার চামড়ার আমদানি ভালো হলেও খুচরা পর্যায়ে একদল সংগ্রহকারী বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেশি দামে চামড়া কিনে বর্ডার এলাকায় পাঠাচ্ছে। ফলে এই মূল্যবান সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে।

মাদারীপুরের প্রাথমিক শিক্ষা পদ আছে শিক্ষক নেই

● রিপনচন্দ্র মল্লিক

মাদারীপুর জেলার ৬৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচ শতাধিক সহকারী শিক্ষকের পদ খালি থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর জেলায় ৬৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ রয়েছে ৬৬৭টি। কর্মরত আছেন ৫৩৬ জন। শূন্য রয়েছে ১৩১টি পদ। অবশিষ্ট ২৯টি জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কোনো অনুমোদিত পদ নেই। সহকারী শিক্ষকের ২ হাজার ৯৯১টি অনুমোদিত পদের মধ্যে কর্মরত রয়েছেন ২ হাজার ৬৮৯ জন। ৩০২টি পদে কোনো শিক্ষক নেই। মাদারীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক না থাকায় সেখানে চেনে অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। এছাড়া সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি মনে করেন, অবিলম্বে শূন্য পদগুলো পূরণ হওয়া দরকার।